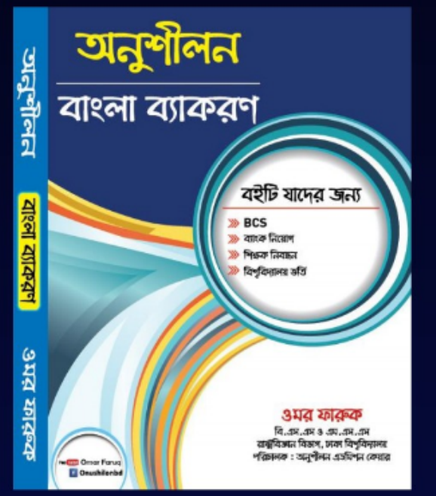

Bangla 2nd Paper

শব্দতত্ত্ব, বচন, সংখ্যা, পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ

শব্দ গঠন

MPBIAN

MPBIAN

শব্দের উৎস

- উৎসগতভাবে শব্দ পাঁচ প্রকার। যথা-

  ১. তৎসম শব্দ : 'তৎ' শব্দের 'তার' ও 'সম' অর্থ 'সমান'। তৎসম একটি পারিভাষিক শব্দ। যেসব শব্দ অপরিবর্তিত রূপে সংস্কৃত থেকে সরাসরি বাংলায় এসেছে তাকে তৎসম শব্দ বলে। যেমন- চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, কৃষি, ঋষি, অগ্রহায়ণ, তৃণ, মনুষ্য ইত্যাদি।

তৎসম শব্দ	২৫%
অর্ধতৎসম শব্দ	০৫%
তদ্ভব শব্দ	৬০%
দেশি শব্দ	০২%
বিদেশি শব্দ	০৮%
সর্বমোট	১০০%

MPBIAN

তৎসম শব্দ

ক. ফলা যুক্ত সকল শব্দ তৎসম শব্দ। যেমন- পদ্ম, বাগ্মী, অন্ন, চিহ্ন, কন্যা, আহ্লাদ ইত্যাদি।

খ. কোনো শব্দের সাথে ণ/ষ/ক্ষ/ক্ষ্ম/ ঃ থাকলে তা সাধারণত তৎসম শব্দ। যেমন- চাণক্য, মাণিক্য, মানুষ, তৃণ, পরীক্ষা, চক্ষু, নক্ষত্র, লক্ষ্মণ, যক্ষ্মা ইত্যাদি। ব্যতিক্রম- পোষা, কেষ্ট ইত্যাদি অ-তৎসম শব্দ।

গ. তৎসম উপসর্গযুক্ত শব্দগুলো তৎসম শব্দ। যেমন- প্রভাব, পরাজয়, অপমান ইত্যাদি।
তবে আ, সু, বি, নি- উপসর্গ থাকলে তা তৎসম বা অ-তৎসম দুটোই হতে পারে।

ঘ. বিসর্গ সন্ধিঘটিত সকল শব্দ তৎসম শব্দ। যেমন- দুঃখ, নীরব, অহরহ ইত্যাদি।

ঙ. সংস্কৃত প্রত্যয়যুক্ত সকল শব্দ তৎসম শব্দ। যেমন- কারক, শ্রবণ, সাহিত্য ইত্যাদি।

চ. ভূ-মণ্ডল সম্পর্কিত বেশিরভাগ শব্দই তৎসম শব্দ। যেমন- চন্দ্র, গ্রহ, সূর্য ইত্যাদি।

ছ. বহুবচনবাচক জ্ঞাপক শব্দ (বৃন্দ, গণ, বর্গ, মণ্ডলী, আবলি ইত্যাদি) যুক্ত থাকলে তা তৎসম শব্দ। যেমন- পণ্ডিতবর্গ, বৃক্ষরাজি, কমলনিকর ইত্যাদি।

MPBIAN

- **২. অর্ধ-তৎসম শব্দ :** সংস্কৃত থেকে কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে কিছু শব্দ বাংলায় এসেছে, এদের অর্ধ-তৎসম শব্দ বলে।

তৎসম	অর্ধ-তৎসম	তৎসম	অর্ধ-তৎসম
জ্যোৎস্না	জ্যোছনা	কুৎসিত	কুচ্ছিত
শ্রাদ্ধ	ছেরাদ্দ	গৃহিণী	গিন্নি

৩. তদ্ভব শব্দ : যেসব শব্দের মূল সংস্কৃত ভাষায় পাওয়া যায় কিন্তু ভাষার স্বাভাবিক বিবর্তন ধারায় প্রাকৃতের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে আধুনিক বাংলা ভাষায় স্থান করে নিয়েছে, তাকে তদ্ভব শব্দ বলে। তদ্ভব শব্দকে খাঁটি বাংলা শব্দও বলা হয়।

সংস্কৃত	প্রাকৃত	তদ্ভব	সংস্কৃত	প্রাকৃত	তদ্ভব
চন্দ্র	চন্দ	চাঁদ	হস্ত	হত্থ	হাত
মাতা	মাআ	মা	চর্মকার	চম্মআর	চামার
কার্য	কজ্জ	কাজ	হস্তি		হাতি
দধি		দই	মক্ষিকা		মাছি
ভক্ত		ভাত	বৎসর	বচ্ছর	বছর
কণ্টক		কাঁটা	হংস		হাঁস
শাটী		শাড়ি	কুল্য		কুলা

MPBIAN

- ৪. দেশি শব্দ : বাংলাদেশের আদিম অধিবাসীদের (কোল, মুণ্ডা প্রভৃতি) ভাষা ও সংস্কৃতির কিছু কিছু শব্দ বাংলায় রক্ষিত আছে, যাকে দেশি শব্দ বলে। অনেক সময় এসব শব্দের মূল পাওয়া যায় না। যেমন- বিটকেল, ঢেঁকি, চুলা, কুলা, ডিঙ্গা ইত্যাদি।

- ৫. বিদেশি শব্দ : রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক, ধর্মীয় ইত্যাদি কারণে বিভিন্ন ভাষার শব্দ বাংলায় স্থান করে নিয়েছে, এগুলোকে বিদেশি শব্দ বলে।

MPBIAN

গঠন

- **মৌলিক শব্দ :** যে সকল শব্দ ভেঙে **অর্থবোধক বিশ্লেষণ করা যায় না,** তাকে মৌলিক শব্দ বলে। মৌলিক শব্দ ভাষার মূল উপকরণ। যেমন- ইলিশ, গোলাপ, লাল, বই, বোন, হাত ইত্যাদি। এই শব্দগুলো ভেঙে কোনো অর্থবোধক শব্দ বিশ্লেষণ করা যায় না।

- **সাধিত শব্দ :** মৌলিক ধাতু বা শব্দের সাথে **উপসর্গ, প্রত্যয়, সমাস** ইত্যাদির মাধ্যমে শব্দ গঠনকে সাধিত শব্দ বলে। মৌলিক শব্দের সাথে উপসর্গ, প্রত্যয়, বিভক্তি প্রভৃতি যোগ করে নতুন শব্দ গঠন করার প্রক্রিয়াকেই **শব্দ গঠন** বলে। বিভিন্ন উপায়ে নতুন শব্দ গঠন করা যায়। যথা-

দিনেশ — দিন + ঈশ

গোলাপ — গোল + আপ

নিচের কোনটি মৌলিক

(i) মামা (মা + মা)

(ii) মেয়ে (মা + ইয়া)

(iii) ✓ চাচা (চা + চা) ✗

(iv) গোলাপি (গোলাপ + ই)

MPBIAN

শব্দ গঠন

- ১. প্রত্যয় যোগে : মূল শব্দ বা ধাতুর শেষে প্রত্যয় যোগ করে নতুন শব্দ গঠন করা যায়। যেমন- ঢাকা+আই = ঢাকাই, √চল+ অন্ত = চলন্ত।

  ২. বিভক্তি যোগে : মূল শব্দ বা ধাতুর শেষে বিভক্তি যোগ করে নতুন শব্দ গঠন করা যায়। যেমন- কর্+ ইব= করিব, ভিক্ষুক+ কে = ভিক্ষুককে।

  ৩. উপসর্গ যোগে : মূল শব্দ বা ধাতুর শুরুতে উপসর্গ যোগ করে নতুন শব্দ গঠন করা যায়। যেমন- আ+ হার= আহার, প্র+ ভাত = প্রভাত।

  ৪. সন্ধির মাধ্যমে : পাশাপাশি দুটি বর্ণ মিলিত হয়ে সন্ধির মাধ্যমে নতুন শব্দ গঠন করা যায়। যেমন- বিদ্যা+ আলয় = বিদ্যালয়, ইতি+আদি = ইত্যাদি।

  ৫. সমাসের মাধ্যমে : দুই বা ততোধিক পদ মিলিত হয়ে সমাসের মাধ্যমে নতুন শব্দ গঠন করা যায়। যেমন- সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন, কূলের সমীপে = উপকূল, বাক দ্বারা বিতণ্ডা = বাকবিতণ্ডা।

  ৬. পদাশ্রিত নির্দেশকের মাধ্যমে : পদাশ্রিত নির্দেশকের (Article) মাধ্যমে নতুন শব্দ গঠন করা যায়। যেমন- ছেলে–ছেলেটা, লোক–লোকটি। Article

  ৭. দ্বিরুক্তির মাধ্যমে : শব্দের দ্বিরুক্তির মাধ্যমে নতুন শব্দ গঠন করা যায়। যেমন- দেশে **বছর বছর** বন্যা হচ্ছে, আজ **ঘরে ঘরে** অশান্তি।

অভিধান ব্যাখ্যা

রত্নাকর — রত্নানাং আকর যং (যে (বিদ্যাসাগর)

হিমালয় - অগ্নি (দুই)

MPBIAN

যৌগিক শব্দ

- যে সকল সাধিত শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও ব্যাবহারিক অর্থ একই তাকে যৌগিক শব্দ বলে। ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বলতে অভিধানসিদ্ধ অর্থ বোঝায়। যেমন-

শব্দ	গঠন	ব্যুৎপত্তি ও ব্যাবহারিক অর্থ
কর্তব্য	কৃ+তব্য	যা করা উচিত
বাবুয়ানা	বাবু+আনা	বাবুর ভাব
গোলাপি	গোলাপ+ই	গোলাপের মত
মধুর	মধু+র	মধুর মতো মিষ্টি
দ্রষ্টব্য	দৃশ+তব্য	যা দেখা উচিত
পিতৃহীন	পিতা+হীন	যার পিতা নেই

MPBIAN

রূঢ়ি শব্দ

- উপসর্গ, প্রত্যয় বা বিভক্তিযোগে গঠিত যে সকল সাধিত শব্দের আভিধানিক ও ব্যাবহারিক অর্থ এক নয়, তাকে রূঢ়ি শব্দ বলে। যেমন-

শব্দ	আভিধানিক অর্থ	ব্যবহারিক অর্থ
তৈল	তেলের তৈরি পদার্থ	স্নেহ জাতীয় পদার্থ
সন্দেশ	সংবাদ	মিষ্টান্ন বিশেষ
প্রবীণ	ভালো বীণা বাজাতে পারে যে	বয়স্ক ব্যক্তি
পাঞ্জাবি	পাঞ্জাবের অধিবাসী	পোশাক বিশেষ
হস্তী	হস্ত আছে যার	পশু বিশেষ
বাঁশি	বাঁশ দিয়ে তৈরি বস্তু	বাদ্যযন্ত্র বিশেষ

**সহজে মনে রাখতে পারেন- তেলে ভাজা সন্দেশ খেয়ে প্রবীণ লোকটি পাঞ্জাবি পরে হস্তীর পিঠে বাঁশি বাজায়, যা গবেষণা করে হরিণ পালায়।

MPBIAN

যোগরূঢ় শব্দ

- **সমাসনিষ্পন্ন** যে সকল সাধিত শব্দ সমস্যমান পদসমূহের অনুগামী না হয়ে অন্য কোনো বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে, তাকে যোগরূঢ় শব্দ বলে। যেমন-

শব্দ	আভিধানিক অর্থ	ব্যবহারিক অর্থ
রাজপুত	রাজার পুত্র	জাতি বিশেষ
পঙ্কজ	পঙ্কে/ কাদায় জন্মে যা (শালুক, শৈবাল)	পদ্মফুল
সরোজ	সরোবরে জন্মে যা	পদ্মফুল
জলধি	জল ধারণ করে যা (নদী, গ্লাস, পুকুর)	সমুদ্র
মহাযাত্রা	মহা সমারোহে যাত্রা	মৃত্যু
উদ্ভিদ	মাটি ভেদ করে উঠে যা (কেঁচো)	বৃক্ষ

**সহজে মনে রাখতে পারেন- রাজপুত পঙ্কজ ও সরোজ জলধিতে উদ্ভিদ তোলবার জন্য মহাযাত্রার আয়োজন করল।

বিদেশি শব্দ

MPBIAN

শব্দ ভান্ডার

- আরবি : শতরঞ্জ, তারিখ, শরবত, খারাপ, হামলা, তবলা, মুনশি, নবাব, নগদ, মুনসেফ, মহকুমা, মর্সিয়া, জল্লাদ, কাজি, আজব, খবিস, সাবান, অজুহাত, মেয়াদ, ফোয়ারা, হাওয়া, আলখাল্লা, রায়।
- ফার্সি : আনার, আস্তানা, পাঞ্জেরি, বিবি, আব্রু, পোশাক, দারোগা, চাকর, হাঙ্গামা, আমদানি, রপ্তানি, নালিশ, ফরিয়াদি, আইন, চাপরাশি, দরবার, চশমা, নামায, রোযা, গুনাহ, বেহেশত, দোযখ, ফেরেশতা, তরমুজ, রুমাল, দরজা, মরিচা, খুন, হুঁশ, গোস্তাখি, জাদু, একতারা, বরফ, ফিরিঙ্গি, গালিচা, নমুনা, রসদ, ফরমান, মেথর, সঙিন।
- ইংরেজি : চিপস, তোরঙ্গ, আফিম, সান্ত্রি, বান্ডিল, লণ্ঠন।
- পর্তুগিজ : আনারস, আলকাতরা, আলমারি, আলপিন, পেয়ারা, কার্তুজ, জানালা, বালতি, পাউরুটি, গুদাম, গির্জা, পাদ্রি, বোতাম, ইংরেজি, কামরা, পেঁপে, কেদারা, আচার, বোমা, গামলা, পেরেক, তোয়ালে, যিশু, বোতল, ইস্পাত।

MPBIAN

- তুর্কি : কোর্মা, বাবুর্চি, বেগম, কুর্নিশ, বাবা, সওগাত, মোঘল, চাকু, তোপ, মুচলেকা।
- সংস্কৃত : এলাচ, ভাত, কলিজা, ইদানীং, সুড়ঙ্গ, চিনি, জঙ্গল, অজগর, সাগর, চিংড়ি, চাঁপা, মসলিন।
- তদ্ভব : পাতা, বিয়ে, রানি, ছিনতাই, গৃহায়ন, ঘুস, ঘুসি।
- জাপানি : রিকশা, হাসনাহেনা, ক্যারাটে, জুডো, প্যাগোডা, হারিকিরি।
- বর্মি : ফুঙ্গি।
- গুজরাটি : হরতাল।
- ফরাসি : রেস্তোরাঁ, আঁতাত, ডিপো, ক্যাফে, বুর্জোয়া।
- ওলন্দাজ : হরতন।
- দেশি : চুলা, তালা (আকস্মিক আওয়াজে সাময়িক বধিরতা), ঘুড়ি, পেট, টোপর, ডাব, জলপাই, ডাঙর, বাতাসা, সেমাই, টেক্কা, ফুফু, মামা, খড়, ঝোল, ডিঙা, ডিঙি, ঢেউ, ঢোল, ঢিল, বানি, খদ্দর, কুড়ি, কুলা, চুলা, চাল, ঢেঁকি, ঝিঙা, চোঙ্গা, বঁটি ইত্যাদি।
- হিন্দি : কাচারি।
- চীন : চা, লিচু।
- তামিল : চুরুট।

MPBIAN

মিশ্র

মূল শব্দ	উৎস বিভাজন	মূল শব্দ	উৎস বিভাজন
অংশীদার	তৎসম+ ফার্সি	রাজাবাদশা	তৎসম+ ফার্সি
খ্রিস্টাব্দ	ইংরেজি+ তৎসম	পকেটমার	ইংরেজি+ বাংলা
ডাক্তারখানা	ইংরেজি+ ফার্সি	মিনতি	সংস্কৃত+ আরবি
চৌকিদার	বাংলা+ ফার্সি	চাবিকাঠি	পর্তুগিজ+ বাংলা
গুরুগিরি	তৎসম+ ফার্সি	আইনজীবী	ফার্সি+ তৎসম
জাদুঘর	ফার্সি+ বাংলা	কালিকলম	বাংলা+ আরবি
ঝাড়ুদার	হিন্দি+ ফার্সি	চৌহদ্দি	বাংলা+ ফার্সি
হাটবাজার	বাংলা+ ফার্সি	হাবিলদার	আরবি+ ফার্সি
রাজউজির	তৎসম+ আরবি	দফাদার	আরবি+ ফার্সি
দাওয়াখানা	আরবি+ ফার্সি	হানাদার	বাংলা+ ফার্সি
ময়নাতদন্ত	আরবি+ ফার্সি	খিস্তিখেউড়	দেশি+ তৎসম
হরিমটর	সংস্কৃত+ বাংলা	হরিবোল	সংস্কৃত+ হিন্দি

MPBIAN

- **রঙের নাম-**

  তৎসম : নীল, ধূসর, হলুদ

  ফার্সি : লাল, সবুজ, সাদা, সফেদ, আসমানি, বাদামি, গোলাপি

  তদ্ভব : কালো, বেগুনি, খয়েরি, ছাই, সোনালি, রুপালি

  দেশি : কমলা

  ইতালি : ম্যাজেন্ডা

- **কোন ভাষার শব্দ-**

  উর্দু : তুর্কি ভাষার শব্দ

  হিন্দি : ফারসি ভাষার শব্দ

  বাংলা : বাংলা ভাষার শব্দ

  ইংরেজি : পর্তুগিজ ভাষার শব্দ

বচন

MPBIAN

বচন (Number)

- উন্নত প্রাণিবাচক
  - বৃন্দ, বর্গ, গণ, মণ্ডলী
- অপ্রাণিবাচক
  - আবলি, গুচ্ছ, দাম, নিকর, পুঞ্জ, মালা, রাজি, রাশি, নিচয়
- প্রাণিবাচক ও অপ্রাণিবাচক
  - কুল, সকল, সব, সমূহ
- জন্তু
  - পাল, যূথ

MPBIAN

- বচন শব্দের অর্থ : সংখ্যার ধারণা।
  বচন একটি পারিভাষিক শব্দ।
- বচন শব্দটি কৃৎ প্রত্যয় সাধিত শব্দ (√বচ্+অন)।
  কেবল দুটি পদের বচন হয়। যথা- বিশেষ্য ও সর্বনাম।
- বচন প্রকাশের জন্য সমষ্টিবোধক শব্দ ব্যবহৃত হয়।
  সমষ্টিবাচক বেশিরভাগ শব্দ সংস্কৃত থেকে আগত।

MPBIAN

- বচন দুই প্রকার। যথা-
  *একবচন (Singular) : ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণির একটি সংখ্যা বোঝালে তাকে একবচন বলে। যেমন- ছেলেটি বল খেলে, আমটি আমি খাবো পেড়ে।
  *বহুবচন (Plural) : একাধিক ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণিকে বোঝালে তাকে বহুবচন বলে। যেমন- আমগুলো নিয়ে আসো। শিক্ষকবৃন্দ বিদ্যালয়ে উপস্থিত আছেন। বন্য প্রাণিরা ভূধরব্রজে (পাহাড়ের সমষ্টি) অবস্থান করে।
- জাতিবাচক শব্দের একবচন বহুবচনের অর্থ প্রকাশ করে। যেমন- বনে বাঘ (সকল বাঘ) থাকে, মানুষ (সব মানুষ) মরণশীল। সিংহ বনে থাকে। পোকার আক্রমণে ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
- বিশেষ্য বা বিশেষণের দ্বিত্ব প্রয়োগেও বহুবচন সাধিত হয়। যেমন- লাল লাল ফুল, বড় বড় মাঠ, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা, রাশি রাশি ধান, হাঁড়ি হাঁড়ি সন্দেশ ইত্যাদি।
- বচনের ক্ষেত্রে প্রাণিবাচক শব্দ দুই প্রকার। যথা-
  *উন্নত প্রাণিবাচক : মানুষ, ফেরেশতা উন্নত প্রাণিবাচক শব্দের উদাহরণ। যেমন- ফেরেশতাগণ, শিক্ষকবৃন্দ ইত্যাদি।
  *ইতর প্রাণিবাচক : মানুষ, ফেরেশতা ছাড়া সকল প্রাণিই ইতর প্রাণিবাচক। যেমন- বানর, সাপ, ছাগল ইত্যাদি।
- উন্নত প্রাণিবাচক শব্দের বহুবচনে অনেক সময় 'রা, এরা, দিগ, দের' বিভক্তি যোগ হতে পারে। যেমন- মেয়েরা বাগানে খেলছে। লোকদিগের কোনো লজ্জা শরম নেই।
  সাধারণত অপ্রাণিবাচক শব্দের বহুবচনে 'রা, এরা' বিভক্তি যোগ হয় না। তবে কবিতায় এর ব্যতিক্রম হতে পারে।

MPBIAN

- উন্নত প্রাণিবাচক শব্দের বহুবচনে চারটি সমষ্টিবোধক শব্দ ব্যবহৃত হয়। যথা-
  গণ : দেবগণ, নরগণ, জনগণ ইত্যাদি।
  বর্গ : পণ্ডিতবর্গ, মন্ত্রিবর্গ ইত্যাদি।
  বৃন্দ : সুধীবৃন্দ, শিক্ষকবৃন্দ ইত্যাদি।
  মণ্ডলী : সম্পাদকমণ্ডলী, শিক্ষকমণ্ডলী ইত্যাদি।
- অপ্রাণিবাচক শব্দের বহুবচনে নিচের সমষ্টিবোধক শব্দ ব্যবহৃত হয়। যথা-
  আবলি (কবিতাবলি), মালা (ঊর্মিমালা), রাজি (তারকারাজি), গুচ্ছ (কবিতাগুচ্ছ), রাশি (বালুরাশি), নিকর (কলমনিকর), নিচয় (কুসুমনিচয়), দাম (কেশদাম, বিদ্যুদ্দাম) ইত্যাদি।
- *বিশেষ্যের পূর্বে সব/সকল ইত্যাদি হলে তাকে সাকল্যবাচক সর্বনাম বলে। যেমন- সকল শিক্ষক সভায় আসলেন।
  *বিশেষ্যের পরে সব/সকল ইত্যাদি হলে তা বহুবচনজ্ঞাপক শব্দ হয়। যেমন- পাখিসব, পর্বতসকল, ভাইসব ইত্যাদি।
- প্রাণিবাচক ও অপ্রাণিবাচক শব্দের বহুবচনে নিচের সমষ্টিবোধক শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়। যথা-
  কুল : কবিকুল, মাতৃকুল, পক্ষিকুল, বৃক্ষকুল ইত্যাদি।
  সকল : মনুষ্যসকল, পর্বতসকল ইত্যাদি।
  সব : পাখিসব, ভাইসব ইত্যাদি।
  সমূহ : বৃক্ষসমূহ, মনুষ্যসমূহ ইত্যাদি।

MPBIAN

- জন্তুর বহুবচনে ব্যবহৃত সমষ্টিবোধক শব্দ-
  পাল : রাখাল গরুর পাল নিয়ে মাঠে যায়।
  যূথ : হস্তিযূথ ক্ষেতের ফসল নষ্ট করছে।
- বিশেষ নিয়মে সাধিত বহুবচন-
  এটাই করিমদের (নামবাচক বিশেষ্য) বাড়ি।
  সাকিবরা (নামবাচক বিশেষ্য) ঘরে ঘরে জন্মায় না।
  সকলে (বিশেষ্য অনুপস্থিত) সব জানে না।
- এক বচনাত্মক বিশেষ্যের পূর্বে অজস্র, অনেক, নানা, ঢের, কতিপয় ইত্যাদি যোগ করে বহুবচন করা হয়। যেমন- অজস্র লোক, নানা কথা, অনেক মানুষ, ঢের সমস্যা ইত্যাদি।
- বিদেশি শব্দে সে ভাষার অনুসরণে বহুবচন হয়। যেমন- সাহেব > সাহেবান, বুজুর্গ > বুজুর্গান, কাগজ > কাগজাত ইত্যাদি।

দ্বিরুক্ত শব্দ

(রচনা)
শব্দ = লাল লাল ফুল

পদ - বাক্যে ব্যবহৃত বিভক্তিযুক্ত শব্দ

- বিশেষ্য
- বিশেষণ
- সর্বনাম

লাল লাল ফুল যঃ বঃ গেছে।

MPBIAN

দ্বিরুক্ত শব্দ

শব্দ দ্বিরুক্তি

- একই শব্দ অবিকৃত ভাবে দুইবার
- সমার্থক শব্দ
- বিপরীতার্থক শব্দ
- দ্বিতীয় শব্দের আংশিক পরিবর্তন

পদ দ্বিরুক্তি

- বিশেষ্য
- বিশেষণ
- সর্বনাম
- ক্রিয়া
- অব্যয়
- যুগ্মরীতি

অনুকার দ্বিরুক্তি

- মানুষের ধ্বনি
- অনুভূতিজাতক কাল্পনিক ধ্বনি
- প্রাণির ধ্বনি
- বস্তুর ধ্বনি

MPBIAN

শব্দ দ্বিরুক্তি ও পদ দ্বিরুক্তির মাঝে পার্থক্য

**পদ : বাক্যে ব্যবহৃত প্রতিটি বিভক্তিযুক্ত শব্দকেই পদ বলে। সুতরাং যদি বাক্য ব্যবহার না হয়, তবে তা পদাত্মক দ্বিরুক্তি হবে না। যেমন- লাল লাল ফুল (শব্দ দ্বিরুক্তি)। কিন্তু যদি বলা হয় 'লাল লাল ফুলে বাগান ভরে গেছে (পদ দ্বিরুক্তি)।

থাক থাক সাজানো (বেশি)

**অনেক ক্ষেত্রে ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্তি ও অব্যয় পদের দ্বিরুক্তি এক মনে হতে পারে। এক্ষেত্রেও বাক্যে ব্যবহার হলে তা পদের অব্যয় দ্বিরুক্তি হবে। কারণ, অব্যয় পদে অনুকার বলে একটি অব্যয় আছে। এক্ষেত্রে অপশনে দুটোই (পদ দ্বিরুক্তি ও ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্তি) থাকলে নির্দিষ্ট করার জন্য ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্তি উত্তর হবে।

**সাধারণত আংশিক পরিবর্তনে শব্দ দ্বিরুক্তি বাক্যে ব্যবহৃত হলে তা যুগ্মরীতির দ্বিরুক্তি হয়।

**বাক্যে দ্বিরুক্ত শব্দের ব্যবহার ও তার অর্থ- দুটো এক বিষয় নয়। যেমন-
রাশি রাশি ধানে নৌকা ভরে গেছে (ব্যবহারের দিক থেকে এটি বিশেষ্যের দ্বিরুক্তি)
কিন্তু অর্থের দিক থেকে এটি আধিক্য বোঝাচ্ছে।

রাশি রাশি ধান (সমাস)
Noun

MPBIAN

১. শব্দের দ্বিরুক্তি-

ক. একই শব্দ অবিকৃতভাবে দুইবার ব্যবহৃত হয়ে দ্বিরুক্ত শব্দ গঠন করতে পারে। যেমন- ভালো ভালো বই, লাল লাল ফুল।

খ. সহচর শব্দযোগে দ্বিরুক্ত শব্দ গঠন। যেমন- কাপড়-চোপড়, খোঁজ-খবর, লালন-পালন ইত্যাদি।

গ. দ্বিতীয় শব্দের আংশিক পরিবর্তন। যেমন- মিটমাট, ফিটফাট, বকাঝকা, গল্পসল্প ইত্যাদি।

ঘ. সমার্থক শব্দযোগে। যেমন- ধন-দৌলত, টাকা-পয়সা ইত্যাদি।

ঙ. বিপরীতার্থক শব্দযোগে। যেমন- লেনদেন, ধনী-গরিব, আসা-যাওয়া ইত্যাদি।

২. পদাত্মক দ্বিরুক্তি : পদ বা বিভক্তিযুক্ত শব্দ দুইবার ব্যবহৃত হয়ে কোনো বিশেষ অর্থ প্রকাশ করলে তাকে পদাত্মক দ্বিরুক্তি বলে। নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে পদাত্মক দ্বিরুক্তি গঠিত হয়। যথা-

ক. একই পদের অবিকৃত দ্বিরুক্তি ব্যবহার। যেমন- ঘরে ঘরে লেখাপড়া হচ্ছে, মনে মনে আমিও এ কথা ভাবছিলাম।

খ. দ্বিতীয় পদের কিছুটা পরিবর্তন হবে তবে বিভক্তি একই থাকবে। যেমন- আমরা চোরকে হাতে-নাতে ধরেছি।

গ. সহচর, সমার্থক বা বিপরীতার্থক শব্দে একই বিভক্তি যুক্ত হয়ে পদাত্মক দ্বিরুক্তি গঠিত হতে পারে। যেমন- দেশে-বিদেশে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। আয়-ব্যয়ের হিসেব দাও। কাপড়-চোপড় ঠিক করে রাখ।

MPBIAN

- **পদাত্মক দ্বিরুক্তির প্রয়োগ-

ক. বিশেষ্য পদের দ্বিরুক্তি (উল্লেখ্য, বিশেষ্য পদের দ্বিরুক্তি হলেও সেগুলো বিশেষণ পদের অর্থ দেয়)।

যেমন-

রাশি রাশি ধানে তরী ভরে গেছে। ধামা ধামা ধানে গোলা ভরে গেছে। (আধিক্য)

আমার জ্বর জ্বর লাগছে। তার কবি কবি ভাব। (স্বল্পতা)

তুমি দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্ছ। সে বাড়ি বাড়ি হেঁটে সংবাদ জানাচ্ছে। (ধারাবাহিকতা)

ও দাদা দাদা বলে ডাকছে। (আগ্রহ)

তার সঙ্গী সাথী কেউ নেই। (অনুরূপ)

খ. বিশেষণ পদের দ্বিরুক্তি-

ভালো ভালো আম বিক্রী কর। ছোট ছোট ডাল কেটে ফেল। (আধিক্য)

গরম গরম জিলাপি খাব। বাচ্চাদের নরম নরম হাতে মারতে নেই। (তীব্রতা)

তোমার শুধু উড়ু উড়ু ভাব। কালো কালো চেহারায় সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে। (সামান্য)

ক্রিয়া বিশেষণ* : ধীরে ধীরে বায়ু বয়। ছেলেটি ফিরে ফিরে চায়।

*ক্রিয়া বিশেষণ কিন্তু কোনো অর্থ নয়। বরং এটি বাক্য গঠনে পদ প্রকরণের উদাহরণ।

MPBIAN

- গ. ক্রিয়াপদের দ্বিরুক্তি-

দেখতে দেখতে আকাশ কালো হয়ে গেল। (স্বল্পাকালে স্থায়ী)

ডেকে ডেকে হয়রান হয়ে যাচ্ছি। (পৌনঃপুনিকতা)

বিশেষণ : রোগীর তো যায় যায় অবস্থা। তোমার নাই নাই বলা স্বভাব আর গেল না।

ক্রিয়া বিশেষণ : ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দিবাস্বপ্ন দেখলে চলবে? দেখে দেখে পথ চলো।

ঘ. সর্বনামের দ্বিরুক্তি-

কেউ কেউ একথা বলে। কে কে সভায় উপস্থিত আছে।

ঙ. অব্যয়পদের দ্বিরুক্তি-

তার দুঃখে সবাই হায় হায় করছিল। ছিঃ ছিঃ তুমি এত খারাপ। (ভাবের গভীরতা)

বার বার কামান গর্জে উঠল। (পৌনঃপুনিকতা)

বিশেষণ : পিলসুজে বাতি জ্বলে মিটির মিটির।

ধ্বনিব্যঞ্জনা : বৃষ্টি পড়ে টাপুর টাপুর। ঝির ঝির করে বাতাস বইছে।

MPBIAN

চ. যুগ্মরীতির দ্বিরুক্তি-

চুপচাপ বসে থাকো।

হাতাহাতি থেকেই মারামারি শুরু হয়।

তোমার চালচলন ঠিক সুবিধার নয়।

দেনাপাওনা কী স্থির হল আমি তা জানলাম না।

ঢাকার পথঘাট অলিগলি দেখলে অবাক হয়ে যাই।

- যুগ্মরীতির দ্বিরুক্তি : একই শব্দের ঈষৎ পরিবর্তন করে দ্বিরুক্ত শব্দ গঠনের প্রক্রিয়াকে যুগ্মরীতির দ্বিরুক্তি বলে। যেমন- মিটমাট, চুপচাপ ইত্যাদি। যুগ্মরীতির দ্বিরুক্তি গঠনের প্রক্রিয়া নিম্নরূপ-

  ক. দ্বিতীয় শব্দের আংশিক পরিবর্তন। যেমন- চুপচাপ, মোটামুটি, হাতাহাতি, সরাসরি, জেদাজেদি ইত্যাদি।

  খ. সমার্থক শব্দযোগে। যেমন- বনজঙ্গল, রীতি নীতি, ভয়ডর ইত্যাদি।

  গ. দ্বিতীয় শব্দের ব্যঞ্জন পরিবর্তনে। যেমন- ভাত টাত, কাপড় চোপড় ইত্যাদি।

  ঘ. ভিন্নার্থক শব্দযোগে। যেমন- ডালভাত, পথঘাট, অলিগলি ইত্যাদি।

  ঙ. বিপরীতার্থক শব্দযোগে। যেমন- জন্মমৃত্যু, আদানপ্রদান, দেনাপাওনা ইত্যাদি।

MPBIAN

৩. **ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্তি শব্দ :** কোনো কিছুর স্বাভাবিক বা কাল্পনিক অনুভূতিজাতক শব্দের রূপকে ধ্বন্যাত্মক শব্দ বলে। ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্তি গঠনের প্রক্রিয়া নিম্নরূপ-

ক. মানুষের ধ্বনির অনুকার : ট্যাট্যা, হিহি, ওঁয়াও ওঁয়াও, ধুক ধুক, হাপুস হুপুস।

খ. অনুভূতিজাত কাল্পনিক ধ্বনির অনুকার : কুটকুট (শরীরে কামড় লাগার মত), পিটপিট, ঝি ঝি, ঠা ঠা।

গ. জীবজন্তুর ধ্বনির অনুকার : ঘেউ ঘেউ, মিউ মিউ, কুহু কুহু, কা কা।

ঘ. বস্তুর ধ্বনির অনুকার : ঘচাঘচ (ধান কাটার শব্দ), মড়মড় (গাছ ভেঙে পড়ার শব্দ), ঝমঝম (বৃষ্টি পড়ার শব্দ), হু হু (বাতাসের প্রবাহের শব্দ), ঢংঢং (ঘড়ির ঘণ্টাধ্বনি), মিনমিন।

- **ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্ত শব্দের ব্যবহার-**

  বিশেষ্য : বৃষ্টির ঝমঝমানি আমাদের অতিষ্ঠ করে তোলে।

  বিশেষণ : নামিল নভে বাদল ছলছল বেদনায়।

  ক্রিয়া বিশেষণ : চিকচিক করে বালি কোথা নাই কাদা। কলকলিয়ে উঠল সেথায় নারীর প্রতিবাদ।

শব্দ

লাল লাল
ফুল
ও

পদ

লাল লাল
ফুলে ঘু.
ও
শো. হচ্ছে

অনুকার/অব্যয়

অনুভূতিবাচক
শব্দ

টনটন, ঝনঝন
ভনভন
ঘচাঘচ
পিটপিট

MPBIAN

গুরুত্বপূর্ণ অনুকার অব্যয়

বজ্রের ধ্বনি : কড়কড় বাতাসের শব্দ : শনশন শুকনো পাতার শব্দ : মরমর
অনর্গল কথা : ফরফর স্রোতের ধ্বনি : কলকল মেঘের গর্জন : গুড়গুড়
গরমের তীব্রতা : ঠাঁ ঠাঁ বাতাসের প্রবাহ : হু হু চুড়ির শব্দ : টুংটাং
গাছভাঙ্গার শব্দ : মড়মড় ভয় : ছমছম ঘোড়ার ডাক : চিহিঁ চিহিঁ
বৃষ্টির পতন : টাপুর টুপুর শূন্যতাবাচক শব্দ : খাঁ খাঁ পাখির শব্দ : কিচিরমিচির

পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ

MPBIAN

লিঙ্গ

পুংলিঙ্গ

যে শব্দ দ্বারা পুরুষবাচক লিঙ্গ শব্দ বোঝায়, তাকে পুরুষবাচক শব্দ বলে। যেমন- বাবা, ভাই, ছেলে।

স্ত্রীলিঙ্গ

যে শব্দ দ্বারা স্ত্রীবাচক শব্দ বোঝায়, তাকে স্ত্রীলিঙ্গ বলে। যেমন- মা, স্ত্রী, মেয়ে।

উভয়লিঙ্গ

যে শব্দ দ্বারা পুরুষ ও স্ত্রী উভয়কেই বোঝায়। যেমন- শিশু, সাথী, অভিভাবক।

ক্লীবলিঙ্গ

যে শব্দ দ্বারা পুরুষ ও স্ত্রীকে না বুঝিয়ে অচেতন পদার্থ বোঝায়। যেমন- ফুল, বই, কলম।

MPBIAN

পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ

নিত্য পুরুষবাচক

কবিরাজ, কাপুরুষ, ঢাকী, রাষ্ট্রপতি, বামুন, কৃতদার, সেনাপতি, স্ত্রৈণ, বিচারপতি, পুরোহিত

নিত্য স্ত্রীবাচক

রূপসী, ডাইনি, সতিন, দাই, সৎমা, এয়ো, বিধবা, সধবা, নবোঢ়া, অন্তঃসত্ত্বা, ললনা, কুলটা, অসূর্যম্পশ্যা, সপত্নী, অরক্ষণীয়া, সই, দারা, দার, ষোড়শী, বন্ধ্যা, বিমাতা, হেমা

উভয়বাচক

পদ, জীবিকা, সমষ্টিবাচক শব্দ, শ্রেণিবাচক শব্দ

পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ

- বাবা > মা
- বালক > বালিকা
- ইন্দ্র > ইন্দ্রাণী
- গুরু > গুর্বী
- শুক > শারি
- খানসামা > আয়া
- কুলি > কামিন

একাধিক স্ত্রীবাচক শব্দ

- ভাই > বোন/ ভাবি
- দেবর > ননদ/ জা
- আচার্য > আচার্যা/আচার্যানী
- বর > বধূ/ কনে
- দাদা > দিদি/ বৌদি
- শূদ্র > শূদ্রী/ শূদ্রাণী
- ঘোষ > ঘোষজা/ ঘোষজায়া

স্ত্রীবাচক

① প্রত্যয় যোগ করে — নেতা > নেত্রী

① শুরুতে নারী/মহিলা যোগ করে (নিয়মও মাথা খাড়ে না)

কবিরাজ > মহিলা কবিরাজ

বিচারপতি > নারী বিচারপতি

MPBIAN

- পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ দুই প্রকার। যথা-

  ক. পতি-পত্নীবাচক শব্দ : চাচা > চাচী, ভাই > ভাবি, দেবর > জা, স্বামী > স্ত্রী ইত্যাদি।

  খ. পুরুষ-স্ত্রীবাচক শব্দ : খোকা > খুকি, বালক > বালিকা, ভাই > বোন, শিক্ষক > শিক্ষয়িত্রী, দেবর > ননদ ইত্যাদি।

নিয়ম	লিঙ্গ পরিবর্তন	অন্যান্য তথ্য
অক > ইকা	নায়ক > নায়িকা, বালক > বালিকা, গায়ক > গায়িকা, অধ্যাপক > অধ্যাপিকা	ব্যতিক্রম : গণক > গণকী, নর্তক > নর্তকী, রজক > রজকিনি, যুবক > যুবতি
	ক্ষুদ্রার্থে : নাটিকা, মালিকা, গীতিকা, পুস্তিকা	
তা > ত্রী	নেতা> নেত্রী, কর্তা> কত্রী, ধাতা > ধাত্রী	
বান > বতী	গুণবান> গুণবতী, রূপবান> রূপবতী	
মান > মতী	শ্রীমান > শ্রীমতী, বুদ্ধিমান > বুদ্ধিমতী	
অত > অতী	সৎ> সতী, মহৎ> মহতী	
অ > আ	মৃত > মৃতা	
ঈয়ান > ঈয়সী	গরীয়ান> গরীয়সী, মহীয়ান> মহীয়সী	
ই > নি	ভিখারি > ভিখারিনি, শিকারি > শিকারিনি	
ঈ > নী	যোগী > যোগিনী, মেধাবী > মেধাবিনী	
বিশেষ অর্থ	ডাক্তারনি, মাস্টারনি, জমিদারনি, দারোগানি	উঁচু শ্রেণির ক্ষেত্রে ‘নী’ অবজ্ঞার্থে ব্যবহৃত হয়
	কুমারনী, জেলেনী, ভিখারিনি, বেদেনী, ধোপানী	নিম্ন পেশার ক্ষেত্রে ‘নী’ সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়
আনি/ আনী	মেথরানি, চাকরানি, নাপিতানি, ঠাকুরানি	বিশেষ অর্থে শব্দ : অরণ্যানী, বনানী, হিমানী
ইনি	কাঙালিনি, রজকিনি, গোয়ালিনি, বাঘিনি	

MPBIAN

- **উভয় লিঙ্গ :** যে শব্দ পুরুষ ও স্ত্রী উভয় নির্দেশ করে তাকে উভয়বাচক শব্দ বলে। পদবী, পেশা, সমষ্টি, শ্রেণিবাচক শব্দগুলো উভয় লিঙ্গ। যেমন- মানুষ, বঁধু, শিক্ষার্থী, খেলোয়াড়, বুদ্ধিজীবী, অভিভাবক, জনতা, দীর্ঘাঙ্গী ইত্যাদি।

- **উভয়বাচক শব্দগুলোর পূর্বে অতিরিক্ত শব্দ যোগ করে লিঙ্গান্তর করা যায়। যেমন- শিশু > মেয়ে শিশু, প্রধানমন্ত্রী > নারী প্রধানমন্ত্রী, অভিভাবক > মহিলা অভিভাবক ইত্যাদি।
**পেশাবাচক/ পদবাচক শব্দের যদি লিঙ্গান্তর কোনো শব্দ না থাকে, তবে তা নিত্য পুরুষবাচক/ স্ত্রীবাচক শব্দ হবে। যেমন- রাষ্ট্রপতি, কবিরাজ, প্রধানমন্ত্রী, দাই ইত্যাদি।

MPBIAN

- বিদেশি স্ত্রীবাচক শব্দ : খান > খানম, মরদ > জেনানা, সুলতান > সুলতানা, মুহতারিম > মুহতারিমা, হুজুর > হুজুরাইন ইত্যাদি।
- যে সকল স্ত্রীবাচক শব্দের ২টি পুরুষরূপ আছে : বোন > ভাই/ দুলাভাই, ননদ > দেবর/ নন্দাই, কল্যাণীয়াসু > কল্যাণীয়েষু/কল্যাণবরেষু ইত্যাদি।
- বাংলায় কতগুলো স্ত্রীবাচক শব্দের পরে আবার স্ত্রীবাচক প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। যেমন- ননদাই > ননদি/ ননদিনি, গোপ > গোপী/ গোপিনী, বিহঙ্গ > বিহঙ্গী/ বিহঙ্গিনি ইত্যাদি।
- কিছু কিছু পুরুষবাচক শব্দের শেষে স্ত্রীবাচক প্রত্যয় যোগ করা হয় না। তখন পূর্বে স্ত্রীবাচক শব্দ যোগ করতে হয়। যেমন- কবি > মহিলা কবি, শিল্পী > মহিলা শিল্পী, পুলিশ > মহিলা পুলিশ ইত্যাদি।

MPBIAN

গুরুত্বপূর্ণ কিছু পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ

পুরুষবাচক	স্ত্রীবাচক	পুরুষবাচক	স্ত্রীবাচক	পুরুষবাচক	স্ত্রীবাচক
অনাথ	অনাথা	ভব	ভবানী	সহোদর	সহোদরা
ব্যাঙ্গমা	ব্যাঙ্গমি	সাহেব	বিবি	কনিষ্ঠ	কনিষ্ঠা
সাধু	সাধ্বী	কল্যাণীয়েষু	কল্যাণীয়াসু	বিজ্ঞ	বিজ্ঞা
বীর	বীরাঙ্গনা	ময়ূর	ময়ূরী	শিষ্য	শিষ্যা
মহীয়ান	মহীয়সী	শিক্ষয়িতা	শিক্ষয়িত্রী	শ্যামল	শ্যামলা
কুহকী	কুহকিনী	অভাগা	অভাগিনি	মাতঙ্গ	মাতঙ্গিনী
অভিসারী	অভিসারিণী	কাঙালি	কাঙালিনি	গোয়ালা	গোয়ালিনি
মালী	মালিনী	কপোত	কপোতী	তালই/তাউই	মাউই
হতভাগা	হতভাগিনি	বোষ্টম	বোষ্টমি	বামন	বামনি
গৃহস্বামী	গৃহস্বামিনী	সাঁওতাল	সাঁওতালনি	দৌবারিক	দৌবারিকী
পূজারি	পূজারিনি	সুকেশ	সুকেশা	সুকেশী	সুকেশিনী
দুঃখী	দুঃখিনী	বর্ষীয়ান	বর্ষীয়সী	প্রথম	প্রথমা
লুব্ধ	লুব্ধা	শ্যামল	শ্যামলা	পুত্রক	পুত্রকা

MPBIAN

Thank You